হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই নবেম্বর, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | বিংশ সংখ্যা

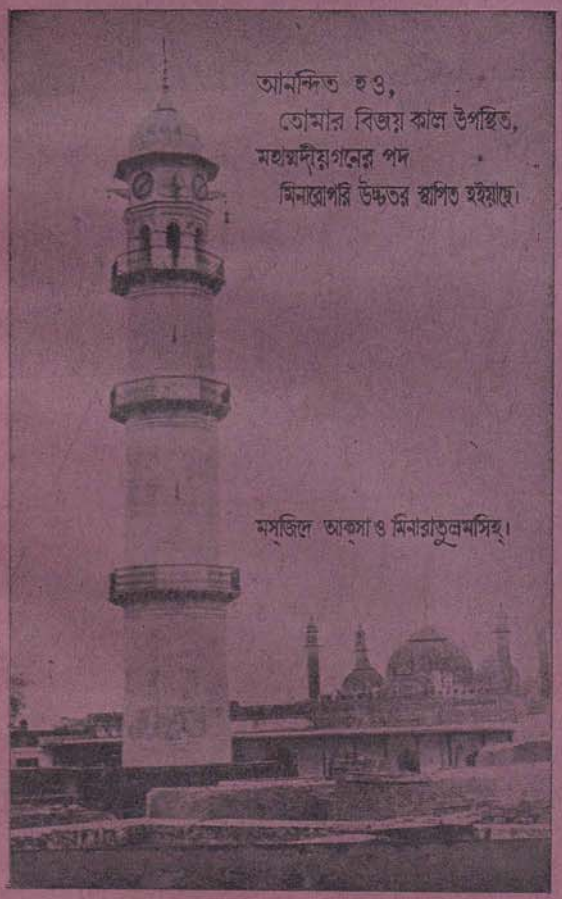

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১।	দোয়া	৪৬৫
২।	চাঁদা (কবিতা)	৪৬৬
৩।	অমৃত বাণী	৪৬৭—৬৮
৪।	আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ই যশ বা কৃতকার্য্যতা লাভের মূল	৪৬৯—৭৭
৫।	বিজয়-রহস্য	৪৭৭—৪৮০
৬।	জগৎ আমাদের	৪৮০—৮৫

বিদেশীয় সংবাদ :—আরব, মিসর, লণ্ডন, মরিসাস (আফ্রিকা) ;

দেশীয় সংবাদ :—কাদীয়ান শরীফ, তবলীগ টুর, তবলীগ-দিবস, বাজিতপুরে তবলীগ, ভরতপুরে সংগঠন-কার্য্য, খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) পুস্তকাবলীর অনুবাদ

১। **কিস্তিয়ে-নূহ্**—প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) শিক্ষা ... মূল্য /০

২। **আল্-ওসিয়ত**—হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ওফাত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, জমাতের ভবিষ্যৎ ও ওসিয়ত সংক্রান্তনির্দ্দেশ ... ... মূল্য ৵১০

পুস্তকগুলি নাম মাত্র মূল্যে প্রদত্ত হইতেছে। আহ্‌মদী বন্ধুগণ ইহাদের খুব প্রসার করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

কাদীয়ানে
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স

আগামী ২৩।২৭।২৮শে ডিসেম্বর

কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। উক্ত কন্‌ফারেন্সে চাঁদা অতি সত্বর প্রেরণ করিয়া পূন্য সঞ্চয় করুন।

খেলাফত জুবিলী

এতদ্বারা বন্ধুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা সত্বর প্রেরণ করিতে যত্নবান হইবেন। উক্ত চাঁদা এক সঙ্গে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যথায় আগামী ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত যেন ক্রমান্বয়ে তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবান থাকিবেন। যাঁহারা ইহা আদায়ের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন যেন সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ মতে তাঁহাদের জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায় হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে তৌফিক দিন—আমীন!

জেনারেল সেক্রেটারী

পাক্ষিক

মোহাম্মদী

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই নবেম্বর, ১৯৩৮ | বিংশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

আল্লাহ, রাব্ব্ আমাদের, তুমি আমাদের প্রাণ সদা তোমার প্রেম ও ভক্তি রসে সিক্ত রাখ এবং তোমার প্রেম বিনিময় ও করুণা বিতরণে আমাদিগকে উন্নিত করো। তুমি আমাদিগকে সদা সত্য পথে বিচরণ করিতে ও শুধু সত্যই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে তৌফিক দাও। হে আল্লাহ্, হে গফুর ও রাহীম, তুমি আমাদের সকল ভুল ত্রুটী দোষাদি ক্ষমা কর এবং সর্ব্ব প্রকার দুর্ব্বলতা দূরীভূত কর। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদিগকে উন্নত চরিত্র—আখ্লাক ফাজেলা, 'তাক্ওয়া, তাহারাৎ'—প্রকৃত ধর্ম্মশীলতা ও আত্মিক পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা—রুহানিয়ত, 'সবর' ও 'রেজা'—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, উৎসাহ, উদ্যম, তোমাতে সন্তুষ্টি, সৎসাহস, তাওয়াক্কুল ও ইমানের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত কর এবং তোমার সৌরভে আমাদিগকে সৌরভময় কর। রাব্ব্ আমাদের, তুমি আমাদিগকে কদাচ ধ্বংস হইতে দিও না। তুমিই আশ্রয় ও রক্ষক আছ ও থাক। কখনো বিপথে যাইতে দিও না।

তুমি নূতন আসমান ও নূতন জমিন সৃষ্টি করিবে। তোমার 'ওয়াদা' সত্য। দজ্জালের ফেৎনার অপসারণ ও অভিশপ্ত ও 'মোশরেক' জাতিগণের আমূল পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। ছলনা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, চতুরতা, মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার যবনিকা-পাত তুমিই কর এবং তোমার প্রেম ও সত্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত কর। তোমার "নূতন আসমান" "নূতন জমিন" নির্ম্মাণ পূর্ণ কর, শীঘ্র কর—বিশ্ব তোমার তৌহীদ ও বাণীতে পূর্ণ কর এবং সকল আঁধার তিরোহিত কর।

মোহাম্মদ মোস্তফা, তাঁহার খলিফাগণ ও অনুবর্ত্তীদের প্রতি তোমার বিশেষাপেক্ষা বিশেষ কল্যাণ ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। আমীন, হে রাব্বিল আলামীন। সকল মহিমা, সকল যথার্থ প্রশংসা তোমারই—হে সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণ-ধর, হে সকল সৌন্দর্য, মাধুর্য্য এবং প্রভাব প্রতাপের উৎস।

চাঁদা

চাঁদা, চাঁদা, চাঁদা—
চাঁদার সাথে, খোদার হাতে ঈমান তোদের বাঁধা
—ওরে ঈমান তোদের বাঁধা।

কেউ জানে না এ দুনিয়ায় কোথায় তোদের গতি
রুহানী আলমের বাদশাহ্‌ তোদের নরপতি
—ওরে তোদের নরপতি।

জয় জয় জয় জয়—
কুল দুনিয়া আজ আমাদের, কেবল তাঁরই জয়
—ওরে কেবল তাঁরই জয়।

রাজ্য তাঁহার অন্তরেতে সারা জগতবাসীর,
কত জাতি 'মুরিদ' তাঁহার কত ভাষা ভাষীর;
চীন, জাপান, ঈরাণ, তোরাণ, জাভা, সুমাত্রায়,
আফ্রীকাতে আহমদীদের 'সুমার' করাও দায়;
ইউরোপ ও আমেরিকার কত দেশে দেশে,
রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) 'কলমা' পড়া শিখে নিল শেষে।

মুশরেক, মগ্‌রেবে ঐ শোনরে সমাচার
—জয় জয় জয় আহ্‌মদের আল্লাহু-আকবার
—বল আল্লাহু-আকবার।

ওরে আয় নিয়ে ভাই চাঁদা
ওরে আয় নিয়ে ভাই চাঁদা
চাঁদায় আজি ভাঙ্গরে তোরণ মুনাফিকীর বাধা
শাদা দেলের চাঁদাতে নাই বে-ঈমানীর ধাঁধাঁ।
বলরে সমস্বরে
বঙ্গে জয় আহ্‌মদের প্রতি ঘরে ঘরে।
আসুক বিপদ রাশি রাশি,
তুফান বন্যা সর্ব্বনাশি
তোদের মুখে তবুও হাসি
ঈমান আলো নিয়ে
বেহেস্ত আজি করবে খরিদ খোরাকীর দাম দিয়ে।
তবুও কি তোর ভয়?
সবার আগে মরবিরে ভাই তোরই হবে জয়
—ও-ভাই তোরই হবে জয়।

তাই 'হিম্মতে' আজ দাড়া
মৃত্যু, বিপদ, ভয়কে আজি করবে সজোর তাড়া।
রোগমুক্ত 'চাঙ্গা' দেহ এক-সালনের ভাতে
কাহার ঈমান এমন সজোর লড়বে তোদের সাথে
কে সে লড়বে তোদের সাথে
চাঁদা দিয়ে জয়ের নিশান
—এই নে হাতে হাতে।

—মতিন

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং "আহমদীর" গ্রাহক হউন ও
গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)]

জগতে ধর্ম্ম ও পুণ্য প্রতিষ্ঠাই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য—সংখ্যা বৃদ্ধি নয়

১৯০৫ সনের ২৬শে জুন তারিখে জনৈক বন্ধু নিবেদন করেন যে, জাপানে সভ্যতার খুব উন্নতি হইয়াছে এবং খৃষ্টিয়ানগণ সমস্ত জাপানবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে; আর্য্যসমাজিগণ লাহোরে জাপানী ভাষা শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং জাপানে কয়েক জন লোকও প্রেরণ করিয়াছে। অতএব সমীচীন মনে করিলে তথায় সত্য সিলসিলার প্রচারের জন্যও কোন ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার উত্তরে হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেন :—

"প্রত্যেক নবী ও রসুলের শেষ কালই তদীয় 'সেলসেলা' বা প্রতিষ্ঠানের 'নুসরত' বা সাহায্য প্রাপ্তির কাল। আঁ-হজরতের (সাঃ) নবুওতের প্রাথমিক কালের অনেক ভাগ বিপদাবলী ও দুঃখের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনের শেষ ভাগই বিজয়-লাভ ও সাহায্য-প্রাপ্তির কাল ছিল। আমিও আমার জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি; এবং জীবনের কোন ভরসা নাই। এখন খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ হওয়ার কাল। আমাদের অবস্থা এরূপ যেন, আদালতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাহারো মোকদ্দমা পেশ আছে এবং এখন 'ফয়সলা' বা মীমাংসার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখন অন্য দিকে মনোযোগ প্রদান করতঃ ফয়সলায় বিঘ্ন ঘটান আমাদের উচিত নয়। আমরা চাই এখন এই 'ফয়সালা' প্রত্যক্ষ করিতে। এদেশে যে জমাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও এখন পর্য্যন্ত অতি দুর্ব্বল; সামান্য মাত্র বিপদেই কেহ কেহ ভীত হইয়া লোক সমক্ষে আমাকে 'এন্‌কার' বা অস্বীকার করিয়া ফেলে, এবং পরে চিঠি লিখিয়া জানায় যে, তাহার 'এন্‌কার' আন্তরিক 'এন্‌কার' নয়। এই সকল লোক নিম্নলিখিত আয়েতের অধীন বটে, যথা—

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ط

—অর্থাৎ, "ইহারা ইমান আনার পর নিপীড়নে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, কিন্তু হৃদয় তাহাদের ইমানে শান্ত থাকে"—(সঃ আঃ)। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ইমানের স্বাদ পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হইয়া যায় তাহারা এরূপ করিতে পারে না।

আপাততঃ, উপস্থিত বিষয়গুলির জন্যই আমাদের অধিক মনোযোগ প্রদান ও প্রার্থনা করা আবশ্যক; এবং আমরা খোদাতা'লার উপর ভরসা রাখি যে, এখন ব্যাপার অধিক দূরে যাইবে না। এই সকল বিষয়ে আরিয়াগণের সহিত আমাদের কোন সামঞ্জস্য হইতে পারে না। **তাহারা কৌম বা জাতিকে বৃদ্ধি করিতে চায়, আর আমরা দুনিয়াতে 'তাক্‌ওয়া' (ধর্ম্ম-শীলতা) ও 'নেকী' (পুণ্য) প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।**

যদি আমরা আর্য্য জাতির অনুকরণ করি, তবে তাহাদের অনুসরণ আমাদের পক্ষে অশুভ হইবে এবং আমাদের প্রতি 'ওহি' অবতরণকারী বা আমাদের প্রেরণাদানকারী তাহারাই প্রতিপন্ন হইবে। আল্লাহ্‌ তা'লা যদি জাপান জাতির মধ্যে কোন 'তাহরিক' বা আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিবেন। সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত বিষয়ে 'এস্তেখারা' * আবশ্যক, কিন্তু আমাদের জন্য কোন 'এস্তেখারা' নাই। পূর্ব্ব হইতে খোদাতা'লার ইচ্ছা (প্রকাশিত) না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন কার্য্যে মনোনিবেশই করিতে পারি না। খোদাতা'লার আদেশের উপর আমাদের নির্ভর। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যে প্রায়ই অকৃত-কার্য্যতাই লাভ হয়। খোদাতা'লার যদি অভিপ্রেত হয় তবে তিনি ঐ দেশে এরূপ ইসলাম-পিপাসু সৃষ্টি করিবেন যাহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের দিকে মনোনিবেশ করিবে। ('বদর', ২৯শে জুন, ১৯০৫ ইং,)

'তদ্‌বির' ও 'দোয়া'

শেখ সাদি রহ্‌মতুল্লাহে আলায়হে তদীয় 'গোলেস্তা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন— كار دنيا كسے تمام نه كرد

পাপ ও শৈথিল্য হইতে বাঁচিবার জন্য যথোচিত 'তদবির' ও 'দোয়া' করা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই উভয় বিষয় যথোচিত ভাবে অবলম্বন না করে সে পর্য্যন্ত সে 'তাক্‌ওয়া' বা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার স্তর লাভ করিতে পারে না এবং পূর্ণ 'মুত্তাকী' হইতে পারে না। যদি কেহ কোন তদ্‌বির না করিয়া কেবল দোয়া করে তবে সে আল্লাহ্‌তা'লাকে পরীক্ষা করে। এরূপ করা মহা পাপ। আল্লাহ্‌তা'লাকে পরীক্ষা করা উচিত নহে। এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সেই কৃষকের ন্যায়, যে নিজ জমি কর্ষণ না করিয়া দোয়া করে যেন তাহার জমিতে ফসল উৎপন্ন হয়। এরূপ ব্যক্তি ন্যায্য 'তদবির' ছাড়িয়া খোদাতা'লাকে পরীক্ষা করে। এরূপ ব্যক্তি কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কেবল তদবিরই করে এবং তাহাতেই ভরসা করে, এবং খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করে না, সে 'মুল্‌হেদ' বা নাস্তিক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি—যে কেবল দোয়াই করে, এবং তদবির করে না—সে যেমন অন্যায় আচরণকারী, তদ্রূপ এই দ্বিতীয় ব্যক্তি—যে কেবল তদবিরকেই যথেষ্ট মনে করে, সে 'মুলহেদ'। 'তদবির' এবং 'দোয়া' এই উভয়কে মিলিত করাই ইসলাম। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, পাপ ও শৈথিল্য হইতে বাঁচিবার জন্য যথোচিতভাবে 'তদবির' ও 'দোয়া' কর। এই জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফের প্রথম সুরা—সুরা ফাতেহায়—এই উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিয়া বলিয়াছেন— اياك نعبد واياك نستعين

"اياك نعبد" এই তদবিরের নীতিই বর্ণনা করিতেছে এবং ইহাই অগ্রগণ্য করিয়াছে যে, মানুষ প্রথম উপায়াবলম্বন করতঃ তদ্‌বিরের 'হক্‌' পূর্ণ করিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোয়ার দিক উপেক্ষা করিবে না, বরং তদবিরের সঙ্গে সঙ্গেই দোয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মোমেন যখন "اياك نعبد" বলে—অর্থাৎ, "আমরা তোমারই 'এবাদত' (উপাসনা) করিতেছি" বলে—তখন এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে এ কথার উদয় হয়—"আমি কি পদার্থ যে, আল্লাহ্‌তা'লার 'এবাদত' করি, তাঁহার বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা ব্যতীত?" এই জন্যই সে তৎক্ষণাৎ বলে—"اياك نستعين" —অর্থাৎ "তোমারই সাহায্য চাই"। ইহা একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়; ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। একমাত্র ইসলামই ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের ত অবস্থা এই যে, তাহারা এক দুর্ব্বল মানবের রক্তের উপর ভরসা করিয়া আছে এবং মানবকেই খোদা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দোয়ার সেই প্রেরণা ও বেদনাই কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে, যাহা দোয়ার এক অপরিহার্য্য অংশ? ('আল্‌ হাকাম')

হাঁপ কাশের বড়ী

ব্যবহার মাত্র শ্বাস যন্ত্রণা নিবারণ হয়; নিয়মিত সেবনে নিরাময় করে;
পুরাণ জমাট কাশ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়।

মূল্য ১৸০ আনা, স্যাম্পল চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

এ, এ, কে, চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী

আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ই যশ বা কৃতকার্য্যতালাভের মূল

স্বয়ং সত্যবাদী হও, সন্তান ও প্রতিবেশীদিগকেও সত্যপরায়ণ হইতে অভ্যস্ত কর

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের জুমার খোৎবার সারমর্ম্ম—'আল্‌ফজল', ৪ই অক্টোবর

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার, আহমদী

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন :—

একজন মোসলমান দিনের মধ্যে ৪০।৫০ বার বলিয়া থাকে—اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم—

ইহার অর্থ, "এখনো আমার সরল পথের প্রয়োজন। হে খোদা, তুমি আমাকে **সোজা রাস্তা** দেখাও।" অর্থাৎ, সে স্বীকার করে, প্রকাশ করে,—বারম্বার ব্যক্ত করে, বারম্বার স্বীকার করে যে, সরল, সোজা পথ তাহার প্রিয়। সে সরল পথ পাইতে চায়। সে তাহা প্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।

সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, ইহা কত পবিত্র ও মহৎ আগ্রহ! বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মঙ্গল, যাহা কিছু ভাল সকলই ইহার অন্তর্গত। যে ব্যক্তি সত্য প্রাণে এই আগ্রহ পোষণ করে, সে জগতে বিরাজমান 'জান্নাতবাসী ও 'আল্লাহ্‌র ওলি' (বন্ধু)—ইহাতে আবার সন্দেহ কি ?

কিন্তু প্রশ্ন, সে সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কি না। জগতে এমন ব্যক্তি কে—কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী সে--যে এই প্রকার সত্যিকার স্পৃহা জানিতে পারিয়া তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে না ? মোসলমানদের কথা ছাড়—হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, ইহুদীর কথা ধর, এক ব্যক্তি দিবারাত্রি সন্তপ্তভাবে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকে এবং দোয়া করে, "হে খোদা, আমাকে সরল, সোজা পথ দেখাও" সে সেই সোজা পথে চলিতে চায়। সে সেই পথ প্রাপ্ত হয় কি না হয়, তাহা অনুসন্ধান করিবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রত্যেকে ইহাই বলিবে যে, সে বড়ই 'নেক' ও 'বুজুর্গ', সাধু ও মহৎ।

এই প্রকার শুধু স্পৃহাই মহা বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা পূর্ণ হইলে ত আর কথাই নাই। আগ্রহ ও উদ্বেগ স্বয়ং পুণ্য—'নেকী'। প্রণয়িনী প্রণয়ীর কথা শুনে বা না-ই শুনে, বাঞ্ছিত বস্তু পাওয়া যায় বা না-ই যায়—সত্যিকার আকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে তাহা পাওয়ার সন্তপ্ত আগ্রহ বিদ্যমান থাকা স্বয়ং অত্যুচ্চ বিষয় ও মহাশীর্ব্বাদ। জগতে যেমন বড় বড় কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ সুবিখ্যাত—সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী তাঁহাদের নাম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে—সেইরূপ সত্যিকার অভিলাষ পোষণকারী অকৃতকার্য্য ব্যক্তিগণও বিখ্যাত।

আলেক্‌জান্দার জগতে বিখ্যাত ব্যক্তি। তখনকার জ্ঞাত ধরণীর বহুলাংশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জন সমাজের অন্তঃকরণ হইতে যায় নাই। সেইরূপ, রুস্তম, হাতেম তাইর নাম সকলেই জানে।

ইঁহারা কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ। বিশিষ্ট বিষয়ে—কেহ বীরত্বে, কেহ দান-শীলতায়, কেহ দিগ্বিজয়ে—তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করেন এবং সেই জন্য তাঁহারা বিশ্ব-খ্যাত।

কিন্তু, তাঁহাদের ন্যায় কোন কোন অকৃতকার্য্য ব্যক্তিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মজনু বা ফরহাদের নাম জানে না কে ? তাহাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের নাম কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রসিদ্ধ কেন ? এক মাত্র কারণ তাহারা চিত্তে প্রকৃত আগ্রহ জন্মাইয়াছিল। যদিও তাহা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তাহারা উদ্যমহীন হয় নাই।

বস্তুতঃ, ধৈর্য্য সহ অভিষ্ট লাভের জন্য নিরত থাকা স্বয়ং এক প্রকার কৃতকার্য্যতা। ইহা দিগ্বিজয় লাভের ন্যায় সফলতা বটে। ইহা বড় না হইলে কৃতকর্ম্ম ব্যক্তিগণের

সহিত তাঁহাদের নামও খ্যাতি লাভ করিত না। বিশ্ব-মানবের সিদ্ধান্ত, বরং সর্ব্ব-সম্মত অভিমত এই যে, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণকে যে আসন প্রদত্ত হয়, প্রকৃত আগ্রহবান অকৃতকার্য্য ব্যক্তিগণকেও সেই আসনই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

জন মত সত্যিকার মীমাংসা। নিজের সম্বন্ধে নিজের অভিমত সত্য হয় না। প্রত্যেক ডাক্তার মনে করেন যে তিনি একান্ত উপযুক্ত। প্রত্যেক উকীল নিজকে অত্যন্ত উপযুক্ত মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বড় ডাক্তার বা উকীল তিনিই, যাঁহার সম্বন্ধে জন-সমাজ মনে করে যে, তিনি বড়। সাধারণ ব্যক্তি আইন জানে না। কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'লা তাহাদের অন্তরে এমন অনুভূতি রাখিয়াছেন যে, তাহারা উত্তম বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে। অকৃতকার্য্য ব্যবহারজীবীরা গোল করিয়াই থাকে যে, অমুক উকীল কিছুই জানে না, এমনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না যে, খ্যাতির কারণ কি? জন-সাধারণ বিচার-ভ্রম করে না।

আমাদের সম্মুখে আসিয়া এক ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে সে বড় হয়। তখন আমরা মানিতে বাধ্য যে, সে ব্যক্তি উপযুক্ত।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তারগণ সম্বন্ধে কোন চিকিৎসক-মণ্ডলী স্থির করেন না যে, অমুক উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত। মূর্খ জন-সাধারনই সেই মীমাংসা করে। অকৃতকার্য্য চিকিৎসকগণ বরং নিন্দাই করে।

জন সাধারণের মস্তিষ্কে আল্লাহ্‌তা'লা এই শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন যে, যোগ্যতা কোথায় তাহা অনুভব করিতে পারে। এই বিচার আদরণীয়, সম্মানার্হ, যদি তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ না হইয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ হয়। জনমতকর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত এই যে, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণকে যে সম্মান প্রদত্ত হয়, সেই সম্মানই সেই সকল অকৃতকার্য্য ব্যক্তিদিগকেও প্রদত্ত হয়, যাহারা ধৈর্য্যসহ তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তৎপর থাকে। জনসাধারণ আলেকজান্দার ও রুস্তমকে যে স্থান প্রদান করিয়াছে, সেই স্থানই মজনু ও ফরহাদকে প্রদান করিয়াছে। এই জনমত দ্বারা স্থীরিকৃত হয় যে, মানব-প্রকৃতি মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা এই বিষয়টি রাখিয়াছেন যে, তাহার কাছে ধৈর্য্যসহ কোন বস্তু লাভার্থ অনুসরণ বড়ই কৃতিত্ব ও সদ্‌গুণ বটে।

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রত্যহ ৪০।৫০ বার বিনীতভাবে এই দোয়া করে যে, "হে আল্লাহ, আমাকে সোজা পথ দেখাও" এবং এইরূপ বলিতে বলিতে যখন মৃত্যু আসে তখন মৃত্যু বরণ করে—যদি এই দোয়া প্রকৃতই যথার্থ 'এখ্‌লাস' ও আন্তরিকভাবে করিয়া থাকে, তবে সে অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও—যদিও ঐশী-প্রেমের পণে মানুষ অকৃতকার্য্য থাকে না, তবু ধরিয়া নেও সে সফলতা লাভ করে নাই—তথাপি সে সেই সুখ্যাতিই লাভ করিবে, যাহা আলেকজান্দার বা রুস্তম লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণ প্রত্যহ এই প্রার্থনা করে, অথচ তাহারা চির-খ্যাতি লাভ করে না কেন? স্ত্রীলোকের প্রেমের দরুণ মজনু ও ফরহাদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহারা খোদার প্রেমিক হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে না কেন?

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, মজনু বা ফরহাদের প্রেম স্ত্রীলোকের জন্য হইয়া থাকিলেও তাহা খাঁটি ছিল। কিন্তু খোদার এই প্রেমিকগণ সত্যই খোদাতা'লার প্রেমিক হইলে জগৎ তদ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারিত না। লায়লা বা শিরীনের সহিত আমাদের কোন আত্মীয়তা নাই। কিন্তু মজনু কিম্বা ফরহাদের ঘটনা পাঠ পূর্ব্বক আমাদের চিত্ত প্রভাবান্বিত অনুপ্রাণিত হয়। খোদাতা'লা ত আমাদের। কিন্তু আমাদের এই খোদাতা'লার প্রেমিক সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সম্মান জন্মে না। কারণ তাহাদের প্রেম কৃত্রিম। খাঁটি জিনিষের সম্মুখে কৃত্রিম বস্তু টিকে না। স্ফটিক যতই বৃহৎ হউক না কেন, ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্র কলমের অগ্রভাগস্থিত হীরক খণ্ড তাহা টুকরা টুকরায় পরিণত করে।

কিন্তু সত্যপ্রাণে যে ব্যক্তি اهدنا الصراط المستقيم বলিয়া সরল পথ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে, যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে, সে অকৃতকার্য্যও হয়, তবু তাহা অতীব মহান বিষয়। ইহার পরিচয় চিহ্ন এই যে, আমরা দেখিব, যে সত্য সে লাভ করিয়াছে, তদ্বারা সে কি ফল লাভ করিয়াছে? অবশ্য, কোন না কোন সত্য খোদাতা'লা তাহাকে শিখাইয়াছেন। যখন আমরা বলি, اهدنا الصراط المستقيم "আমাদিগকে সরল, সোজা পথে চালিত কর"—তখন পর্য্যন্ত কোন সত্যের সন্ধান আমাদের থাকে কি না? দেখিতে হইবে দোয়াকারীর নিকট যে সত্য আছে, তদ্বারা সে কি ফল লাভ করিয়াছে যে, সে আরো চাহিবার যোগ্য।

যে ব্যক্তি **পূর্ব্ব-প্রদত্ত সত্য** দ্বারা ফল লাভ করে না, অথচ আরো সত্য লাভ করিতে চায়, সে কচি বালক তুল্য। তাহার সম্মুখে খাবার আছে, লালসা বশতঃ সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আরো চায়। মাতা কি তাহাকে তাহা দেন?

সুতরাং, যে ব্যক্তি বলে, "আমাদিগকে সরল পথে চালিত কর" তাহার নিকট পূর্ব্ব হইতে কোন সত্য বিদ্যমান আছে কি না। সে কি জানে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মই **সত্য বলিবার আদেশ** প্রদান করিয়াছে? সে কি সত্য বলে? যদি তাহা না করে, তবে তাহার আরো চাওয়া বৃথা। প্রথমতঃ যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিঃশেষ করিবার পর আরো পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-প্রাপ্ত 'নেয়ামত' ব্যবহার করিবার পর খোদাতা'লা আরো 'নেয়ামত' দেন। কিন্তু যাহার অবস্থা এই যে, সে যাহা কিছু পায়, তাহাতে হস্ত প্রদান করে না, তদ্বারা কোন ফল লাভ করে না, কিন্তু কেবল আরো চাহিতেই থাকে সে সেই অল্পমতি বালক তুল্য। তাহাকে হয় ত ভুলান হইবে, কিম্বা সে অধিক গোল করিলে তাহাকে চপেটাঘাত করা হইবে। সে কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে ভুলাইতে চাহিবেন। পীড়াগ্রস্ত না হইলে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিবেন, "হে অপদার্থ, তোমাকে আমি এত এত বর প্রদান করিয়াছি, তাহা ত তুমি ব্যবহার কর না অধিক পাওয়ার জন্য চাও।"

পূর্ব্ব-লব্ধ সত্য দ্বারা যাহারা ফল লাভ পূর্ব্বক আরো চায়, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে নব সত্য প্রেরিত হয়। আমাদের খোদা যেমন অসীম, 'সেরাত-মুস্তাকীম' বা সরল পথও তেমনি অসীম এবং খোদাতা'লার মিলনও অসীম। যে ব্যক্তি কোনও স্তরে পৌঁছিয়া বলে যে, সে খোদাতা'লাকে এমন ভাবে পাইয়াছে যে, এখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার স্থান নাই—সে মিথ্যাবাদী।

আঁ-হজরত (সাঃ) বলেন, انا سيد ولد ادم। "আমি সকল মানুষের সর্দ্দার"। তাঁহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলেন—دنى فتدلى—অর্থাৎ তিনি খোদাতা'লার নিকটবর্ত্তী হইয়া পরম নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। তারপর খোদাতা'লা, বলেন, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله। "হে রসুল, তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাতা'লার প্রেমাভিলাষী হও, তবে আমার গোলাম হও—খোদাতা'লার প্রিয় হইবে।"

এই মহামানবকে আল্লাহতা'লা ইহাও হেদায়তপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, رب زدنى علما সম্বলিত দোয়া কর। অর্থাৎ, বল, "হে আল্লাহ্‌, আমাকে তোমার 'কুরব' ও 'এর্‌ফান'— নৈকট্য ও বিশেষজ্ঞান আরো দাও।"

সুতরাং, শীর্ষ স্থানে উপনীত আঁ-হজরত' সাল্লাল্লাহু-আলায়হে--ও-আলেহী-ও-সাল্লামাকেও আল্লাহ্‌তা'লা এই আদেশ করেন যে, কোন মোকামে পৌঁছিয়া মনে করিবে না যে, সব কিছু প্রাপ্ত হইয়াছ, বরং বলিবে—رب زدنى علما—অর্থাৎ এই দোয়া করিতে থাকিবে যে, "হে আল্লাহ্‌, আমাকে ধর্ম্মজ্ঞান ও 'এরফান' (তত্ত্ববোধ) আরো দাও।"

যে স্থলে আঁহজরতের (সাঃ) পক্ষেও উন্নতি করিবার স্থান আছে, তদবস্থায় অন্য কে আর হইতে পারে, যাহার জন্য কোন স্থান আর থাকে না?

যে কোন স্তরেই উপনীত হউক না কেন, প্রত্যেক মানবের পক্ষেই আরো চাহিবার স্থান থাকে। যে পর্য্যন্ত মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যে, খোদাতা'লার 'কোর্‌ব' বা নৈকট্য লাভের কোন সীমা পরিসীমা নাই, সে পর্য্যন্ত সে 'নেকীর' স্তরে পৌঁছিতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে, খোদাতা'লার সহিত মিলনের কোন সীমা আছে, সে হয়ত পাগল কিম্বা নাস্তিক।

আল্লাহ্‌-তা'লার প্রেমে যাহারা উন্নতি করিতে থাকে, তাহারা কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হয়। আল্লাহ্‌-তা'লা অসীম অস্তিত্ব হওয়া বিধায় তাঁহার মিলনও অসীম। সে-ই **প্রেমিক**, যে নিতে থাকে ও চাহিতে থাকে। যাহা সে পায়, তাহা সে হৃদয়ে স্থান দেয়, তদ্বারা ফল লাভ করে; তারপর, আরো চাহিতে থাকে। ঐশী-প্রেম—'এশ্‌কে-এলাহীর' ইহাই পরিচয়। পূর্ব্ব-লব্ধ বস্তু হৃদয়ে স্থান প্রদান করতঃ আরো পাওয়ার জন্য আবেদন করিবে।

যে ব্যক্তি পূর্ব্ব-লব্ধ সত্য স্বীয় হৃদয়ে প্রেমভরে স্থান দান করে তাহার অধিকার আছে, সে উহার পর আরো হেদায়েতের জন্য আবেদন করিতে পারে। এমন কি, প্রত্যহ, বরং প্রতি মুহূর্ত্তে সে চাহিতে থাকিবে। এরূপ ব্যক্তি অধিকতর পাওয়ার জন্য চাওয়ার ফলে ক্রমেই খোদাতা'লার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্ব-লব্ধ সত্য পরিহার পূর্ব্বক আরো চাহিলে খোদাতা'লার তরফ হইতে তাহাকে নগদ চপেটাঘাত করা হইবে। খোদাতা'লা বলিবেন, "রে যোগ্যতাহীন ব্যক্তি, তোকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করিস্‌ না, আরো চাস্‌!"

মোমেনের "ফরজ" সে দেখিবে, প্রথমতঃ যে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সে ব্যবহার করে কি না।

আমি বহুবার বলিয়াছি, একটি সামান্য 'নেকী' (পুণ্য) হইতেছে **সত্যবাদিতা**। তোমাদের মধ্যে কত জন তাহা পালন করিতেছে? যাহারা ইহাও মান্য করে না, অথচ সেরাতুল-মোস্তকীম' (খোদালাভের সহজ পথ) প্রাপ্তির জন্য দোয়া করে সে পূর্ব্বোল্লিখিত অল্পবুদ্ধি বালক তুল্য। যাহা তাহার আছে, তাহা সে ফেলিয়া আরো চাহিতে থাকে। সে এই 'নেকী' পরিহার পূর্ব্বক খোদা-তা'লার নিকট আরো পাওয়ার জন্য নিবেদন করে।

আমি বহুবার বলিয়াছি, সত্যবাদিতা ক্ষুদ্রতম 'নেকী'। যদি আমাদের জমাত ইহাই অবলম্বন করে, এমন কি বিশ্ব ব্যাপী প্রত্যেকেই বলে যে, এই জমাত সত্য, কোন আহ্‌মদী মিথ্যা বলে না—তবে আমাদের এই এক 'আমলই' অন্য সহস্র ত্রুটী গোপন করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জমাত এখন পর্য্যন্ত ইহাও লাভ করে নাই। অনেকে আছে যাহারা সত্যবাদিতার সংজ্ঞা কি বুঝে না।

বিগত এক খোৎবায় আমি ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্যের কথা! পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ জমাতকে এই শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে যে সত্যবাদিতা মহামুল্যবান বস্তু। ইহা ব্যতীত কোন 'নেকী' নাই।

যদি কেহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোজা থাকে, অহোরাত্র 'তাহাজ্জুদ' ও 'জেকের-এলাহীতে' মশগুল থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে সত্যবাদিতা না থাকে, তবে তাহার এই সমগ্র 'এবাদত' মাছির পাখার সমকক্ষও নয়। যদি তোমরা চাঁদা প্রদান করিতে করিতে কাঙ্গাল হইয়া পড়, তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের অঙ্গে কাপড় না থাকে এবং খাবার না পায়—পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ তোমরা এই' নেকীতে' কোনরূপ ব্যতিক্রম করিয়া না থাকিলেও—তোমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা উৎপন্ন না হইয়া থাকিলে, তোমাদের মধ্যে **আহ্‌মদীয়তের** লেশ মাত্র নাই।

সত্য পরায়ণতা **প্রথম ধাপ**। যে প্রথম ধাপে পা রাখে না, সে দ্বিতীয় ধাপে পৌছিতে পারে না। স্মরণ রাখিবে, কোন কোন 'নেকী' প্রাথমিক। তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না এবং তাহা বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা 'রিয়া' লোক-প্রদর্শিতা, ছলনা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা মাত্র।

সত্য পরায়ণতা **প্রাথমিক 'নেকী'** (পুণ্য) সমূহের অন্যতম। ইহা লাভ না হইলে তোমরা অন্য কোন 'নেকী' লাভ করিতে পার না। যেমন 'নেকীর' জন্য **খোদাতা'লার প্রতি ইমান** প্রয়োজন, সেইরূপ **সত্যপরায়ণতাও** আবশ্যক।

মোমেন ও গয়ের-মোমেনের মধ্যে ইহাই শুধু প্রভেদ যে, মোমেন সত্যনিষ্ঠ হয়। যতই কেহ নামাজ পড়ে না কেন, যতই 'নেকীর' প্রত্যেক বিষয়ে "লাব্বায়েক", "হাজির' "হাজির', বলুক না কেন—সত্যনিষ্ঠ না হইলে নামাজ বৃথা এবং খোদাতা'লার আহ্বানে "লাব্বায়েক" বলা, "উপস্থিত আছে" বলা প্রবঞ্চনা মাত্র। প্রথম সিঁড়ি অতিক্রম না করিয়া কেহ কোষ ধাপে পৌছিতে পারে না। কাহারো এইরূপ দাবী উন্মাদগ্রস্ত হওয়ার পরিচয় মাত্র।

কোন কোন পাগল 'বাদশাহ্‌' হওয়ার দাবী করিয়া বাদশাহ্‌ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কোন কোন পাগল আপনাকে 'ওলিউল্লাহ-' ও 'ফলসফার' মনে করে।

আমি পাগলশালা দেখিয়াছি। কেহ কেহ "মাহ্‌দী" হওয়ার দাবী করিত। কেহ কেহ আপনাকে বাদশাহ মনে করিত। একটি পাগল আমার কানে কানে আসিয়া বলিল যে, সে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড। প্রমাণার্থ সে এখানে আসিয়াছে। আমি যেন কাহারো নিকট একথা প্রকাশ না করি। আমার সঙ্গে যে ডাক্তার ছিলেন, তিনি বলিলেন যে, সে সকলের নিকট এইরূপ বলে।

পাগল বাদশাহ্‌ হওয়ার দাবী করে বটে, কিন্তু সে প্রথম ধাপ অতিক্রম করে না বলিয়া আমরা তাহার দাবী মিথ্যা মনে করি। প্রথম ধাপ অতিক্রম করিলে আমরা তাহাকে পাগল বলিতাম না। রাজ-কুমারই শুধু রাজা হন না। সাধারণ লোক হইতেও বাদশাহ্‌ হইয়াছেন।

নাদীর শাহ্‌ কোন বাদশাহের পুত্র ছিলেন না। তাঁহার পিতা পশু-পালক ছিলেন। ভারতবর্ষ বিজয়ের পর একদা দরবার বসিয়াছে। সভাসদগণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন পরিবারের কথা উল্লেখ করিবার পর নাদের শাহ্‌কে তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত নহেন বলিয়া লজ্জিত হইবেন। কথাবার্ত্তা এইরূপে চলিল। নাদীর শাহ্‌ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌-তা'লা উন্নতি দেন, তাঁহাদিগকে সতেজ বুদ্ধিবৃত্তিও প্রদত্ত হয়। তিনি আস্তে আস্তে হাসিতেছিলেন। পরিশেষে, তাঁহার

পিতার নাম ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তরবারী ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহাই।"

তাহারা তাঁহার তরবারী দেখিয়াছে, তাঁহার পিতার নাম জানিবার আবশ্যক কি? তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া সেখানে বসিয়াছেন। যাহার নিজের গুণ আছে, তাহার পিতৃ গুণের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার আবশ্যক কি? নাদীর শাহের ভৃত্যের মত তখন যে বাদশাহ্‌ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাবর বা হুমায়ুনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদানে তাঁহার লাভ কি? নাদীর শাহ্‌ তরবারী বলে দিল্লী জয় লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পশু-পালকের পুত্র হওয়াতে ক্ষতি কি?

যাহাহউক, মানুষ স্বীয় গুণবলে উন্নতি করিতে পারে। বাদশাহ হওয়ার দাবীকারক প্রাথমিক সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিয়া না থাকিলে তাহাকে পাগল বলা হইবে। বিজয় লাভের পরে বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা সকলেই মান্য করিবে। প্রথম ধাপে পা না রাখিয়া দ্বিতীয় ধাপে পা রাখিবার ধারণা উন্মাদরোগের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে মোসলমান, আহ্‌মদী, 'নেক' ও ওলিউল্লাহ হইয়াছে সে পাগল। কারণ, সে কিছুই হইতে পরে না, যাবৎ সত্যনিষ্ঠ না হয়। ইহা ব্যতিরেকে কেহ আধ্যাত্মিক দাবী করিলে সে হয় ত পাগল কিম্বা সে জগতকে প্রতারিত করিতে চায়। সত্যপরায়ণতা প্রাথমিক নেকী।

ইহার শিক্ষা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্ব্বপ্রথমতঃ প্রদান করেন নাই।

তাঁহার পূর্ব্বে এই শিক্ষা হজরত ইসা (আঃ) দিয়াছিলেন। তিনিও এই শিক্ষা দিতেই আসেন নাই।

কারণ, তাঁহার পূর্ব্বে হজরত মুসা (আঃ) বলিয়াছিলেন। তিনিও ইহা শিক্ষা প্রদানের জন্যই আসেন নাই।

তাঁহার পূর্ব্বে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহা বলিয়াছিলেন। তিনিও এই শিক্ষা দিবার জন্যই আসেন নাই।

হজরত নূহ (আঃ) ইতিপূর্ব্বে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তিনিও ইহা শিক্ষা প্রদানের জন্য আবির্ভূত হন নাই। কারণ তাঁহার পূর্ব্বে হজরত আদম (আঃ) ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অন্য কথায়, মানব সৃষ্টিকাল হইতে সত্যবাদিতার শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। যে সত্য এইরূপে বিশ্বময় সর্ব্ববাদী সম্মত মত, তাহা 'রুহানিয়তের' জন্য ভিত্তি স্বরূপ। 'রুহানিয়ত' বা আধ্যাত্মিকতার জন্য খোদাতালা তাহা দেহের নিমিত্ত নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভারতবাসী, আফগান, আরব ও পাশ্চাত্যদেশ-বাসীদিগের বেশভূষায় পার্থক্য থাকিতে পারে, ভাষায় প্রভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুতে প্রভেদ নাই। ইয়োরূপীয়ানেরা গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহাদের চক্ষু দুইটিই। তাহাদের চুল পিঙ্গলবর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া নাসিকা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে থাকে না।

ইহাদিগকে নিয়াই মানবাকৃতি গঠিত। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ; কোন কোন বিষয় অবয়বের অন্তর্গত। হজরত আদমের (আঃ) সময় যাহা মানুষ পায় নাই, তাহা আধ্যাত্মিক দেহের অংশীভূত নয়। তাহা অতিরিক্ত 'নেকী'। আধ্যাত্মিক দেহের পূর্ণাঙ্গতার জন্য তাহাই প্রয়োজন, যাহা হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করতঃ মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) পর্য্যন্ত একই রহিয়াছে। সত্যবাদিতা তন্মধ্যে অন্যতম।

হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত মানব বহু উন্নতি করা সত্ত্বেও যেমন তাহার চক্ষু দুইটিই আছে, সেইরূপ বহু 'এবাদত' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু রহিত হইয়াছে, কোন নবী মদ্যকে বৈধ বলিয়াছেন, কোন নবী ইহা নিষেধ করিয়াছেন, নামাজ পড়িবার কেহ কোন, কেহ অন্য কোন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই যে, **সদা সত্য কথা বলিবে।** প্রত্যেক নবীই ইহাই বলিয়া আসিয়াছেন যে, সদা সত্য কথা বলিবে।

সত্যবাদিতা আধ্যাত্মিকতার অঙ্গীভূত। ইহা পরিহার পূর্ব্বক কেহ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে পারে না। ইহার বিপরীত যাহার ধারণা, সে আত্ম প্রবঞ্চিত এবং নির্ব্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

আমাদের জমাতের চিন্তা করা আবশ্যক, কখন সেই সময় আসিবে যখন তাঁহারা ভাবিবেন যে এখন আমরা **সত্য-নিষ্ঠ** হইব। অবশ্য, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারে যে, তাহারা কখনো মিথ্যা বলে নাই, কিম্বা কেহ কেহ বলিতে পারে যে, তাহারা আহ্‌মদী হওয়ার পর হইতে সদা সত্য বলে। ইহা যথেষ্ট নহে।

প্রশ্ন ত **সত্য প্রতিষ্ঠিত** থাকিবার জন্য তোমরা কি প্রচেষ্টা করিয়াছ? বন্ধুগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন মোকদ্দমার উদ্ভব হইতে পারে না। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত

হইলেও তাহা বুঝিবার ত্রুটী বশতঃ হইতে পারে। এইরূপ ব্যাপারের মীমাংসা করা বিচারকের পক্ষে সহজ।

যদি আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকে যে, সে মিথ্যা বলে, তবে তাহার প্রতিরোধ করা তোমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং, **অঙ্গীকার কর** যে, ভবিষ্যতে নিজে মিথ্যা কথা বলিবে না, সন্তান ও প্রতিবেশীদিগকেও মিথ্যা বলিতে দিবে না। সন্তান-দিগকে মিথ্যা শিখিবারই সুযোগ না দিলে মিথ্যা কোথায় থাকিবে?

পাগল কুকুর অনুসন্ধান পূর্ব্বক যেরূপ বধ করা হয়, তোমরা সেইরূপ মিথ্যা বিনাশ কর। সর্পাদি বিষধর জীবকে তোমরা তেমন মারাত্মক মনে করিও না, যেমন মিথ্যাকে বিষাক্ত মনে করিবে।

যদি তোমরা এরূপ কর, তবে ছয় মাসের মধ্যেই জমাত হইতে মিথ্যা দূরীভূত হইতে পারে। এরূপ হইলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবে যে, এই জমাতে থাকিতে হইলে মিথ্যা পরিহার করিতে হইবে। **মিথ্যা দূরীভূত হইলে অন্য গোনাহ্‌ও থাকিতে পারে না।** অর্থাৎ, অন্য গোনাহ্‌কেও দমন করিবার শক্তি তোমাদের জন্মিবে।

মানব মধ্যে খোদাত'লা এই শক্তি অন্তর্নিহিত রাখিয়াছেন যে, সে সত্যের দিক দিয়া প্রত্যেক গোনাহ প্রতিরোধ করিতে পারে। এক বার মাত্র মনযোগী হইয়া আমাদের জমাত মিথ্যা সাঙ্গ করে না কেন?

তাহ্‌রীক-জদীদের অন্যতম নীতি ছিল যে, সত্য বলিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহ্‌রীক জদীদ সম্বন্ধেই সত্য বলা হয় না। আমি বারম্বার বলিয়াছি যে, এই চাঁদা বাধ্যতামূলক নহে। যাহা তোমরা দিতে পার, তাহাই লিখাইবে। যদি দিতে না পার, তবে লিখাইবে না। অনেকেই আছে, যাহারা প্রতিশ্রুত চাঁদা প্রদান করে না। ইহারা কখনো ভাবে না যে, তাহাদিগকে কে বলিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই চাঁদা দিবে? চাঁদা প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিলে তাহাদের নাম লিখাইবার প্রয়োজন কি ছিল? প্রথমেই কি তাহাদের গোনাহ্‌ অল্প ছিল যে, দ্বীনের বিষয়েও মিথ্যা বলা আবশ্যক মনে করিয়াছে?

আমি বহুবার বলিয়াছি যে, নাম লিখাইবার পরেও যদি কেহ মনে করে যে, সে চাঁদা দিতে পারিবে না, তবে সে মাফ করাইয়া নিবে। এমন কখনো হইতে পারে না যে, কেহ ক্ষমা চাহিলে আমি ক্ষমা করিব না। যে দিতে পারে না বলিবে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে। যদি কেহ সমর্থ হইয়াও বলে যে, সে সাহস পায় না, কিম্বা সাহস থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীপুত্রদিগকে কষ্টে ফেলিতে চায় না—ইহারা সকলকেই ক্ষমা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত, বরং কোন ওজর বাদেও ক্ষমা করিতে আমি প্রস্তুত—যেন তোমরা গোনাহ্‌গার না হও এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত না হও। কিন্তু কেহ কেহ আছে, তাহারা ক্ষমাও চায় না, অঙ্গীকৃত চাঁদা প্রদানও করে না। এইরূপে **খোদাতা'লার বিষয়েও মিথ্যার আশ্রয়** গ্রহণ করা হয়।

'দ্বীনের' ব্যাপারে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে পারে, সে দুনিয়ার বিষয়ে কি মিথ্যা বলিতে ত্রুটি করিবে?

উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে, যে পর্য্যন্ত মিথ্যা আমাদের মধ্যে থাকিবে, রসুল করীম (সাঃ) যে **বিজয়ের সুসংবাদ** দিয়াছেন আমরা তাহা কখনো দেখিব না। যদি তাহা পাইতে চাও, তবে এই সকল ত্রুটী দূরীভূত কর। যদি তোমরা চাও যে, এক্ষণ ইসলামের যে অবমাননা হইতেছে, তাহা দূরীভূত হয়, এবং খোদাতা'লার নাম প্রবল হয়, তবে একটি মাত্র উপায় আছে। তোমাদের অন্তর হইতে **মিথ্যা বহিষ্কৃত** কর।

যদি তোমরা ইহা করিতে পার, তবে নিশ্চিত জানিবে যে সেই সময় নিকট হইতে নিকটতর হইবে।

বিজয় লাভের জন্য **কোরবাণী** আবশ্যক। ইহার জন্য ইহারও প্রয়োজন আছে যে, কোন **জাতির নেতা**, যেন অবহিত থাকেন যে, তাঁহার অধীনস্থ জমাত কি পরিমিত কোরবাণী করিতে পারে। তাঁহার আছে কি, যাহা তিনি শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারেন। তাঁহার জানা চাই, কত ব্যক্তির সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তাঁহার জমাত সত্যবাদী হয় এবং শতকরা ৫০ জন 'লাব্বায়েক' বলে, তবে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার সঙ্গে শতকরা ৫০ জন নিশ্চয়ই থাকিবে। তিনি সাহসভরে অগ্রসর হইতে পারিবেন। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে, সাড়া দিবার সময় চতুর্দিক হইতেই "হাজির আছি" "হাজির আছি" বলিয়া উচ্চ-ধ্বনী সমুত্থিত হয়, কিন্তু সমর প্রাঙ্গনে যাওয়া কালে এই "লাব্বায়েক" "লাব্বায়েক", "হাজির আছি", "হাজির আছি"

যাহারা বলিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মল-সেবী ভেড়ার দল ছিল বলিয়া জানা যায়, তবে তিনি কিরূপে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এখন যাহারা "লাব্বায়েক" বলিতেছি, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে না। তিনি কিরূপে তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারেন?

অল্প অধিকের প্রশ্ন নাই। কোন কোন সময় এক ব্যক্তিই কাজ করে। হজরত আবুবকর তাহা করিয়াছিলেন কি না? যখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, মদিনা বিপদ-সঙ্কুল, আসামার অধীনস্থ বাহিনী রোধ করা হউক, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যাহার ভয় হয়, সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে। তিনি একাকী শত্রুর সম্মুখীন হইবেন।

সুতরাং, সংখ্যাল্পতার দরুণ **ধর্ম্ম-যুদ্ধ** কখনো রুদ্ধ হয় না। কিন্তু স্বীয়শক্তি সম্বন্ধে সঠিক অনুমান না থাকিলে হয়। যদি ইমাম "লাব্বায়েক" যাহারা বলিয়াছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এমন কোন নীতি অবলম্বন করেন, যাহার নিমিত্ত সহস্র ব্যক্তির আবশ্যক, কিন্তু কাজের সময় কেবল মাত্র ৯০০ ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

এজন্য সঠিকভাবে ইমামের (নেতার) জানা আবশ্যক যে, তিনি কি পরিমিত কোরবাণী আশা করিতে পারেন। সত্য ব্যতিরেকে তিনি একথা বুঝিতে পারেন না।

মোমেনের উচিত একবার "লাব্বায়েক" বা 'হাজির আছি" বলিলে পরে যাহাই হউক না কেন, অঙ্গীকার পুর্ণ করিবে, যেন ইমাম নিশ্চিতভাবে মীমাংসা করিতে পারেন যে, তাঁহার নিকট শক্তি কত, যাহা সহ তিনি শত্রুর সম্মুখীন হইবেন। তাহা অল্প বা অধিক হওয়ায় কিছু আসে যায় না। কারণ, ধর্ম্ম ব্যাপারে অল্পতার দরুণ ক্ষতি হয় না—প্রতারণায় বড়ই ক্ষতি হয়।

ধর্ম্মের কোন কাজ সত্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অনেক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য এজন্য পরিহার করা হইয়াছে যে, 'লাব্বায়েক' যাহারা বলিয়াছে তাহাদের একাংশ মল-সেবী ভেড়া-পাল বলিয়া নির্ণীত হওয়া সম্ভবপর। এইরূপ ব্যক্তিগণ অল্প হইলেও মোখলেস ও বিশুদ্ধ ঐশী-প্রেমিক 'আশেকুল্লাহ' ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে বহু সংখ্যক জমাতের কোরবাণী (ত্যাগ) বিনষ্ট করে, কিম্বা অন্ততঃ জমাতের শক্তি হ্রাস করে।

সুতারাং, তোমাদের আত্মার প্রতি সদয় হইয়া আমার একথাটি পালন কর। তারপর, দেখ অল্প দিনের মধ্যেই কিরূপে সমগ্র চিত্র পরিবর্ত্তিত হয়। তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের অন্যান্য দোষ ত্রুটী লয় পাইবে। খোদাতা'লা তাহা থাকিতে দিবেন না।

সুতরাং, আমি আবার তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, এই বিষয়টিকে সামান্য মনে না করিয়া ইহার সম্বন্ধে চিন্তা কর।

তাহরীক-জাদীদের চতুর্থ বর্ষের শেষ প্রান্তে আমি আবার নসিহত করিতেছি যে, সদা সত্য-নিষ্ঠ থাকিবে। যদি আপনার মধ্যে শক্তি অনুভব না কর, তবে সত্য সত্য বলিবে ভার বহন করিতে পার না। ইহাতে দ্বীনের কাজে ক্ষতি হইবে না, তোমরা তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিবে। দ্বীনের জন্য খোদা-তালা অপর কোন পথ খুলিয়া দিবেন। কিন্তু মুখে অঙ্গীকার করার পর যাহাই ঘটে না কেন অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত কোরবান করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। তারপর, দেখিবে দুনিয়ার ছবি খোদাতালা কিরূপে পরিবর্ত্তন করেন।

সর্ব্ব বিষয়ে সত্যপরায়ণ হও? কারণ, তাহা বাদেও 'দ্বীনের কাজে' বাধা পড়ে।

মনে কর, এক ব্যক্তি তবলীগে যাইতে চায়। সে যে পর্য্যন্ত নিশ্চিততাবে বুঝিতে না পারিবে যে, তাহার মহল্লাবাসী, তাহার প্রতিবেশী সত্যবাদী,—সে একপ্রার আশঙ্কা গণিবে। তাহার ভয় থাকিবে, পাছে লোকেরা তাহার সন্তানকেও নষ্ট না করে, কিম্বা মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতির অবতারণা পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত না করে। পক্ষান্তরে, যদি সে জানে যে, তাহার প্রতিবেশী সকলেই সত্য-নিষ্ঠ ও সত্য-পরায়ণ, তবে সে ভয় পাইবে না। তাহাকে তোমরা বিশ্বের যে কোন স্থানে প্রেরণ কর না কেন, অকুতভয়ে যাইবে। সে তাহার স্ত্রী-পুত্রকে নিরাপদ জ্ঞান করিবে। তাহার মন নিশ্চিন্ত থাকিবে। সে ভাবিবে, যদি কোন ঘটনাও ঘটে, তবে তাহার স্ত্রী-পুত্র ও সঠিক বিষয় জানাইবে এবং প্রতিপক্ষও তাহাই করিবে। এভাবে সে দূরদেশে অবস্থান করিয়াও গৃহ মধ্যে থাকিবে।

সাক্ষ্য দিবার সময় সত্যবাদিতার ফলে প্রতিবেশীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ধন্য হয়।

'দ্বীনের' ব্যাপারে সত্যবাদিতা সংগঠনকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় করে।

সুতরাং, একবার ইহা অবলম্বন কর এবং অন্যান্যকে গ্রহণ করিতে সাহায্য কর। অর্থাৎ, অঙ্গীকার কর যে, স্ব স্ব মহল্লা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে মিথ্যা বলিতে দিবে না। নিশ্চিত হও যে, ফল যাহাই হয় না কেন, কোন মিথ্যাবাদীকে জমাতে থাকিতে দেওয়া হইবে না। এজন্য বদ্ধপরিকর হও। এভাবে যদি অর্দ্ধাংশ ব্যক্তিও বহিষ্করণ আবশ্যক হয়, কোন ক্ষতি হইবে না। মিথ্যাবাদী একজনও থাকিলে মহা বিপদ।

কেহ কেহ বন্ধুর খাতিরে মিথ্যা বলে। ইহা বন্ধুর হিতাকাঙ্খা নহে। ইহা ঘোর শত্রুতা। বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি অর্থ, বন্ধু অন্যায় করিলে অন্যায় স্বীকার করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

এদিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলে তোমরা দেখিবে যে তোমাদের জাগতিক কোন বিপদ নাই এবং তোমাদের মধ্যে এমন সাহসিকতা উৎপন্ন হইবে যে, সকল শত্রুগণকে প্রবল স্রোতে তৃণবৎ ভাসাই নিয়া যাইবে।

মিথ্যা সর্ব্বদা কাপুরুষতা আনয়ন করে।

যদি তোমরা কাহাকেও মার, তবে পরে মিথ্যার শরণাগত হইও না। যদি শরিয়ত মারিবার জন্য তোমাদিগকে অধিকার দেয়, তবে তাহা স্বীকার করিবে এবং একথাও বলিবে যে, পরে ও তদ্রূপ করিবে। কিন্তু শরীয়ত অনুমতি প্রদান না করিলে ভ্রান্তি স্বীকার কর, ফল যাহাই হয় না কেন। খুব বেশী হইলে, জেলে যাইবে। তোমরা এ জীবনের জেল ভয় কর, কিন্তু খোদাতালার জেলকে ভয় কর না? যাহাই কর সত্য সত্য স্বীকার করিবে এবং শরীয়ত অধিকার প্রদান করিয়া থাকিলে বলিবে যে ভবিষ্যতেও সেই অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবে এবং তোমাদের অধিকার না থাকিলে ত্রুটী স্বীকার করিবে।

এখানে কিয়ৎ শাস্তি হওয়া অপেক্ষা কি আখেরাতের দণ্ড সহজ? আখেরাতের বা পরলৌকিক দণ্ডের তুলনায় এখানকার দণ্ড 'রহ্‌মত' স্বরূপ।

রসুল করীমকে (সাঃ) দেখ; অন্তীমকাল নিকটবর্ত্তী হইলে একদা বৈঠকে তিনি স্বীয় মৃত্যু সম্বন্ধেই বলিতেছিলেন, "দেখ, যে ব্যক্তিই ইহজগতে কাহাকেও কষ্ট দেয়, খোদা তাহাকে উহার শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট লজ্জিত হইতে আমি চাই না। এজন্য আমার ইচ্ছা এই যে, যে-ই আমার দ্বারা কষ্ট পাইয়া থাকে, অদ্যই সে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে।"

সাহাবাগণের মনোভাব ইহাতে কি হইতে পারে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত ভালবাসা কাহারো কোন ব্যক্তির জন্য থাকিলে, সেই মাত্র ইহা অনুমান করিতে পারে।

ইহা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের এমন বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহাদের বক্ষে ছুরিকাঘাত হইয়াছে। তাঁহারা অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একজন সাহাবী বলিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্‌, অমুক ঘটনাস্থলে আপনি আমাকে কনুই দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। আপনি যুদ্ধার্থ ব্যূহ ঠিক করিতেছিলেন। রাস্তা অল্প পরিসর ছিল। আপনি অতিক্রম করা কালে আপনার কনুই আমার গাত্রে লাগিয়াছিল।"

তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে কনুই দ্বারা আঘাত কর।"

সাহাবী বলিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্‌, আমার দেহ তখন অনাবৃত ছিল। আপনার দেহে বস্ত্র আছে।"

ইহাতে তিনি বস্ত্র উত্তোলন করিলেন। সাহাবাদের অবস্থা তখন কিরূপ? প্রত্যেকেই চাহিতে ছিলেন যে, রসুল করীমের (সাঃ) দৃষ্টি অন্যত্র পরে এবং তাঁহারা সেই ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। কিন্তু রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি ভক্তি-জনিত ভয় এমন ছিল যে, কেহও কিছু বলিতে সাহস করেন নাই।

তিনি বস্ত্র উত্তোলন করিবার পর সেই সাহাবী অগ্রসর হইয়া রসুল করীমের (সাঃ) দেহের সেই স্থানটি চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ, এখন আপনি আমাদের মধ্য হইতে বিদায় হইবেন। এই শেষ সুযোগ। আমি চাহিয়াছি এই সুযোগে আপনার দেহ ত স্পর্শ করি।"

সুতরাং, যেস্থানে রসুল করীমও (সাঃ) **আখেরাতের সাজা** ভয় করেন, এমতাবস্থায় কে আর এখানকার দণ্ডকে কঠোর বলিতে পারে?

অতএব, সদা সত্য বলিবে। যদি তাহার ফলে তোমরা দণ্ড প্রাপ্ত হও, তাহাও তোমাদের জন্য 'রহমত'—স্বর্গীয় আশীষ।

লোক ঘুষ দিয়া সরকারের বিচারে অব্যাহতি লাভ করে। অর্থ দানও এক প্রকার সাজা। এখানে খোদা স্বয়ং ব্যবস্থা

করিয়াছেন, এ জগতে বিচার দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যেন আখেরাতে অব্যাহতি লাভ কর।

অতএব, আমি আবার বলিতেছি, তোমাদের আত্মার প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমাদের সন্তানগণের প্রতি অনুগ্রহ কর। সেল্‌সেলার প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি ত এই বলি না যে নবিগণের প্রতি অনুগ্রহ কর। কিন্তু আমি বলি যে তাঁহাদের প্রেম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং তাঁহাদের কার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদার তরে সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। নিজে সত্য বল, স্বীয় সন্তান ও প্রতিবেশীদিগকে সত্য-পরায়ণতায় তৎপর কর। যদি তোমরা এরূপ করিবার 'ওয়াদা' কর, তবে এক বৎসরের মধ্যেই তোমাদের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হইবে যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় স্বর্গ পাতাল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইবে। যে দিকেই তোমরা পদক্ষেপ করিবে, খোদাতা'লার তরফ হইতে তোমরা 'বরকত' (আশীষ) লাভ করিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শত্রু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। **কারণ সত্যের তরবারী সম্মুখে কোন শক্তিই টিকে না।**

বিজয় রহস্য

[মৌলানা জিল্লুর রাহমান]

মুসলমান জাতি কি করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার উপর বিজয় পতাকা উড়াইয়া ছিল, অসভ্য স্বল্প সংখ্যক আরবদের জন্য কি করিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল বিরাট দুনিয়াটার মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা, কোন্ যাদুমন্ত্র তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন যাহার বলে তাঁহারা বিশাল জগতটাকে করতলগত করিয়া ফেলিয়াছিলেন—তাহাদের এই বিজয়-রহস্য কি ?

১ম রহস্য—ইমান ও আত্মত্যাগ

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তাঁহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এক সর্ব্বশক্তিমান বিরাট সত্ত্বা আছেন, তিনিই সকলের মালিক, প্রভু, এবং মানুষের জীবন এই দৈহিক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় না, বরং এই দৈহিক জীবনের পরপারে সীমাহীন জগতে মানুষের আসল জীবন—অনন্ত জীবন, আরম্ভ হইবে। সেই অসীম জগতের অনন্ত অবিনশ্বর অনাবিল আনন্দময় জীবন লাভ করিতে হইলে এই দৈহিক জীবনের সর্ব্বস্ব জগত-পাতা বিশ্ব-শ্রষ্টার কাছে বিলাইয়া দিতে হইবে, লুটাইয়া দিতে হইবে ধন, জন, প্রাণ তাঁরই উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—

ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله ويقتلون ا يقتلون —

"যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের 'জান ও মাল' খরিদ করিয়া ফেলেন, জান্নাত দিবার জন্য ; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে—নিহত করে, কিম্বা হত হয়।"

এই কথাগুলির প্রতি তাঁহাদের একটা কঠোর ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—এই কথাগুলির বাস্তবতা তাঁহারা শরীরের শীরায় শীরায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তের কণায় কণায় এই উপলব্ধিটা মিশিয়া গিয়াছিল।

তাঁহাদের উক্তি কোরানের ভাষায় এই ছিল—

ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين وبذ الك امرت وانا اول المسلمين

—"আমার উপাসনা ও আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু বিশ্বশ্রষ্টা প্রভুর উদ্দেশ্যে ; এই জন্যই আমি আদিষ্ট এবং আমি সকলের প্রথম আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।"

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মুসলমান হওয়ার মানে নিজের ধন জন আল্লাহ্‌র কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির মারফত বিক্রি করিয়া

ফেলা, শুধু মুখের বিক্রয় নয়, একেবারে সত্যসত্যই বিক্রয় করিয়া ফেলা—

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم—سورة محمد

"তোমার কাছে যাহারা 'বয়েত' (অর্থাৎ আত্ম-বিক্রয়) করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। আল্লাহ্‌র-ই হাত তাহাদের হাতের উপর।" আর তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন আল্লাহ্‌র এই কথায়—

لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين — ال عمران

"অলস হইও না, বিষন্নও হইও না; যদি মোমেন হও তবে ত তোমারাই জয়ী হইবে।"

আল্লাহ্‌র এই কথার উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছিলেন।

তাই তাঁহারা আল্লাহ্‌র ডাকে ইস্‌লামের প্রয়োজনে ধন জন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করেন নাই; যখন যাহা দিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে মুসলমান—তখনকার খাটি মুসলমান—প্রফুল্ল চিত্তে তাহা দিয়াছেন; এবং এই দেওয়ার মধ্যেই তাঁহারা জীবনের স্বার্থকতা অনুভব করিয়াছেন, এই বিসর্জ্জনকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অর্জ্জন রূপে আলিঙ্গণ করিয়াছেন।

এইরূপ করিয়াই তাঁহারা নিজেদের ধন জন প্রাণ আল্লাহ্‌র কাছে, বেচিয়া ফেলিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র ডাকে সব লুটাইয়া দিতে তাঁহারা কখনও কোন উজর আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, ছোট ছোট শিশু সন্তানগুলিকে পিতৃহীন ও সদ্য-বিবাহিত যুবতী স্ত্রীকে বিধবা করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে লাফাইয়া পড়িতে তাঁহারা একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। যদি দৈবাৎ কোন দুর্ব্বল-চিত্ত হইতে সময়ের ঘাত প্রতিঘাতে কোনরূপ আপত্তির আভাষ প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে, ইমানের কঠোর শাসন এরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিতে একটুও নরম হয় নাই, বরং গণ্ডির মধ্য হইতে এরূপ ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দিতেও কোন পরওয়া করে নাই।

কোরানের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাঠ করিলেই আমরা মোমেন হওয়ার, মুসলমান হওয়ার প্রকৃত মানে উপলব্ধি করিতে পারিব—

يا ايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله — اثاقلتم الى الارض ط ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة فما متاع الدنيا في الاخرة الا قليل * الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا يضروه شيئا ط والله على كل شئ قدير * الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ط وكلمة الله هي العليا ط والله عزيز حكيم * انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ط ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون * لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ط وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ج يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون ع عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين * لا يستاذنك الذين يومنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم ط والله عليم بالمتقين — انما يستاذنك الذين لا يومنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون * (سورة توبة ع ٦)

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ কি হইয়াছে তোমাদের, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযান করিতে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়; পরবর্ত্তি জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান জীবন নিয়াই কি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছ? এই পৃথিবীর সম্পদ পরকালের তুলনায় যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যদি আমার পথে তোমরা অভিযান না কর তবে তিনি তোমাদিগকে যাতনাপূর্ণ শাস্তি দিবেন। এবং তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য জাতিকে নিয়া আসিবেন, তোমরা তাহাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব কিছু করিতে পারেন। যদি তোমরা তাঁর সাহায্য না কর তবে শুন আল্লাহ্‌ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন সেই সময়, যখন কাফেরগণ তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল—যখন তাঁর আর একজন ব্যতিরেকে কোন সঙ্গি ছিল না—যখন তিনি এবং তাঁহার একটি মাত্র সঙ্গি একটি গর্ত্তে আশ্রয় লইয়াছিলেন—যখন তিনি তাঁহার সঙ্গিকে অভয় দিতেছিলেন, 'কোন ভয় নাই আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আছেন'—তখন আল্লাহ তাঁহার উপর

শান্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং এই রকম সেনা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও না, এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের বাক্যকে নীচ করিয়া দিয়াছিলেন, আর আল্লাহ্‌র বাক্যকেই উচ্চ করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ প্রবল, বিজ্ঞ। অভিযান কর তোমরা হাল্কা ভাবে, অথবা ভারী ভাবে, এবং সংগ্রাম কর তোমাদের ধন দিয়া এবং প্রাণ দিয়া আমার পথে। এইরূপ করিলেই তোমাদের কল্যাণ হইবে, যদি তোমরা বুঝিতে পার। যদি সহজ-সাধ্য ও অল্প পরিমিত ব্যবধান হইত, তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু এই পরিশ্রম যে তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছে; তাহারা শপথ করিয়া বলিবে যে যদি তাহাদের শক্তি থাকিত তবে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে বাহির হইয়া যাইত। এই কথা বলিয়া তাহারা নিজদিগকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্‌ জানেন নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী; তাহাদের ইমানের দাবী কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। তোমার পথ হইতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আল্লাহ দূর করিয়া দিউন! কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে? তা' না হলে, তোমার কাছে প্রকাশ হইত কাহারা ইমানের দাবীকে সত্য করিয়াছে, এবং তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে জানিতে পারিতে। যাহারা আমাকে বিশ্বাস করে ও মরণের পরপারের জীবনকে বিশ্বাস করে, তাহারা কখনো নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করিতে অব্যাহতি চায় না! আর যাহারা আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না, যাহাদের হৃদয় সন্দিগ্ধ হইয়াছে, সন্দেহে পড়িয়া যাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে, কেবল মাত্র তাহারাই অব্যাহতি চায়।"

কোরানের এই পবিত্র বাণী হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফার (সাঃ) হাতে যাহারা নিজেদের জীবন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল—জীবনের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াছিল, আল্লাহ্‌র ডাকে সব হাজির করিয়া দিতে তাহাদের কোন উজর আপত্তি গ্রাহ্য হইত না, উজর আপত্তি যাহারা উত্থাপন করিত তাহারা মোমেন বলিয়াই গণ্য হইত না। জীবন যাহারা বেচিয়া ফেলিয়াছে, মরণকে যাহারা বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য সাধ্যাসাধ্যের প্রশ্নের স্থান কোথায়? তাহাদের যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সবই সাধ্বায়ত।

হজরত মোহম্মদের এই মন্ত্র তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাই মোমেন ও মুসলীম হইয়াছিলেন; তাই—

—"তোমাদেরই প্রাধান্য হইবে, তোমরাই জয়ী হইবে, যদি তোমরা মোমেন হও"—আল্লাহ্‌র এই পূত বাক্যের স্বার্থকতা তাঁহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়া ছিল।

২য় রহস্য—খেলাফত ও আনুগত্য

দ্বিতীয়তঃ, সেই মহান আদর্শ পুরুষ হজরত মোহাম্মদ হইতে তাহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন—

واعتصموا بحبل الله جميعا

অর্থাৎ—"আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলিয়া দৃঢ়ভাবে ধর।"

এই রজ্জুটা কি? তাঁহারা চিনিতে পারিয়াছিলেন এই রজ্জুটা কি।

হজরত রসুলে করিম (সাঃ) যখন এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার পূত জড়দেহ সমাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার 'জান-নেসার' সাহাবীগণ এক জনকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে খলিফারূপে বরণ করিয়া লইলেন।

এই খলিফা বরণ করার কাজে তাঁহারা আল্লাহর ইচ্ছারই বাহ্য উপলক্ষ মাত্র ছিলেন।

وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم

এই বরণ শুধু প্রেসিডেণ্ট বরণ করার মত বরণ করা নয়; বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজকে, নিজের সব কিছুকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া। নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত তাঁর আদেশে বহাইয়া দিতে প্রস্তুত হওয়া—খলিফা বরণ করার মানে। বস্তুতঃ, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে খেলাফতের আধিপত্য একচ্ছত্র। **খেলাফতের এই একচ্ছত্র আধিপত্য মানিয়া লইবার মধ্যেই মোসলমান জাতির বিজয় রহস্য নিহিত ছিল।**

এক জনের হাতের তলে সমস্ত জাতির একত্র হওয়ার মধ্যেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে। কোন জাতির প্রত্যেকটি মেম্বর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একজনের কথায় উঠা বসা করা শিখে, সেই জাতি উন্নতি করিতে পারে না।

স্বাভাবিক সাম্যের অস্বাভাবিক অপব্যবহারের এই যুগে যখন একদিক দিয়া ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য-বাদ ধ্বংশ করিয়া গণতন্ত্র স্থাপন করিবার তীব্র আন্দোলন দুনিয়ার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, আর এক দিক দিয়া সেই গণতন্ত্রবাদীগণই জাতির সংকট অবস্থায় ব্যক্তিগত আধিপত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত

انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين

করিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে একজন 'কমাণ্ডার' এর হুকুমের মুকাবেলাতে "কেন" বলিবারও অধিকার থাকে না। আজ বড় বড় ডিমক্রেটিক-বাদ শক্তিগুলি ব্যক্তিগত আধিপত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—নিজেদের জাতিয় জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে শুধু নয়—দুনিয়ার বিরাট শক্তি-গুলির মুকাবেলাতে, বিজয় অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাদিগকে—আরবের সেই অশিক্ষিত মুষ্টিমেয় আরবদিগকে—শিখাইয়া দিয়াছিলেন এই রহস্যটা—কি করিয়া ব্যক্তিগত আধিপত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হয়।

اطيعو الله والرسول و اولى الامر منكم —

এই শিক্ষাও ইসলামি শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। নমাজের মধ্যে পর্য্যন্ত এই শিক্ষাটী ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান যখন নমাজ পড়িতে একজন ইমামের পিছনে দণ্ডায়মান হয়, কোন ইমাম যদি কখনও কোন প্রকারের ভুল করে তখন মুক্‌তাদীদের * জন্য "শুধু ছোবহান আল্লা" বলিয়া ইঙ্গিত করিবার অধিকার থাকিলেও অনুসরণ করিতে হইবে ইমামেরই। ইমামের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া নির্ভুল নমাজও আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হইবে না। সকলে মিলিয়া এক জনের অধিনায়কতায় পড়া ভুল নমাজই যেন আল্লাহ পছন্দ করেন, কবুল করেন—বিচ্ছিন্ন মানবের নির্ভুলটা তিনি পছন্দ করেন না। তখনকার মুসলমানগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া এক জনের হুকুমের অধীনে থাকতে হয়, নিজের ব্যক্তিগত মত ও স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া।

৩য় রহস্য—ইস্‌লামি শিক্ষার সার্ব্বজনীনতা

এতদ্ব্যতীত তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মূল মন্ত্র।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) শিক্ষা দুনিয়ার সকল মানুষের সকল ন্যায্য স্বার্থ, সকল স্বাভাবিক দাবী—পার্থিব, অতি-পার্থিব, দৈহিক, আত্মিক, সকল দাবী পূরণ করিয়া দেয়।

ইসলাম মানুষের সঙ্গে মানুষের, ও মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া একটা শান্তির রাজ্য স্থাপনের আইনকানুন পেশ করিয়া দিয়াছে।

তাই দুনিয়ার মানুষ দলে দলে আসিয়া ইস্‌লামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

আরব—মৌলবী মোহাম্মদ শরীফ, যিনি আরব দেশের জন্য মোবাল্লেগ নিয়োজিত হইয়াছেন, খোদা-তা'লার ফজলে নিরাপদে ইরাক ও প্যালেষ্টাইন হইয়া সপরিবারে হাইফাতে পৌছিয়াছেন এবং মিশনের চার্জ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে 'দ্বীনের' খেদমতের তৌফিক দিন এবং তাঁহার যোগে আরব দেশে আহ্‌মদীয়তের তরক্কী দিন—আমীন।

মিসর—হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) সুযোগ্য পুত্রদ্বয় সাহেব-জাদা হাফেজ মীরজা নাসের আহ্‌মদ সাহেব—মৌলবী ফাজেল, বি-এ, (অক্সন্) ও সাহেব-জাদা মীরজা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব—মৌলবী ফাজেল লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য মিসর গমন করেন। মিসরের আহ্‌মদীয়া জমাত তাঁহাদিগকে অতি সাদরে কায়রো ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ কোন কোন বন্ধু পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত গমন করেন। সাহেব জাদাদ্বয়ের আগমনে তথাকার জমাতের বন্ধুগণ যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বারা হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) বংশধরগণের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেব-জাদাগণের উপস্থিতিতে মিসরের জমাতের বন্ধুগণের মধ্যে একটা নব প্রেরণার সঞ্চার হয়। তাঁহারা অধিকতর উৎসাহ সহকারে তবলীগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সাহেবজাদাগণকে নিয়া তথাকার বড় বড় গণ্য-মান্য লোকগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

---

* নমাজে ইমামের পিছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ।

তন্মধ্যে শেখ আল্-আজহার মুস্তাফা খান মুরালী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। খোদাতা'লার ফজলে মিশরে ইদানিং ৫ জন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে এস্তেকামাত দান করুন—আমীন।

লণ্ডন—লণ্ডনের সহকারী মিশনারী মৌলানা জালালুদ্দিন সাহেব শাম্‌স্ জানাইয়াছেন যে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বহু লোক লণ্ডন দারুত-তবলীগে আগমন করেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। খোদাতা'লার ফজলে উক্ত মাসে মিষ্টার যোসেফ গ্রিগরী নামীয় এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে 'এস্তোকামাত' ও 'এখলাস' দান করুন—আমীন। তাঁহার এক স্ত্রী ও তিনটি সন্তান আছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকেও সত্য গ্রহণ করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

মরিসাস (আফ্রিকা)—খোদাতা'লার ফজলে বর্ত্তমানে মরিসাসেও উত্তম তবলীগ হইতেছে। জোনাব হাফেজ জামাল সাহেব তথায় তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। তিনি খুব উদ্যমের সহিত তথায় প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। খোদাতা'লার ফজলে ইতিমধ্যে তথায় তিন জন যুবক সেলসেলা ভুক্ত হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—আল্-ফজল পাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) ও হজরত উম্মোল-মোমেনীন (মদ্দেজেল্লাহ্) সুস্থ আছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে দীর্ঘায়ু দান করুন ও তাঁহাদের স্বাস্থ্য কায়েম রাখুন—আমীন।

কাদিয়ান শরীফ হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের চিঠিতে জানা যায় যে হজরত ডাঃ মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও আমেরিকার মিশনারী—বর্ত্তমানে অধিক পীড়িত আছেন। সকল বন্ধুগণ বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই সুযোগ্য ভ্রাতাবরকে দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন—আমীন।

বোম্বাই হইতে ৭ই নবেম্বর তারিখে মৌলানা আবুল আতা সাহেব জালান্ধরী তার যোগে জানাইয়াছেন যে, সাহেব-জাদা মীরজা নাসের আহমদ সাহেব, সাহেব-জাদা মীরজা মোবারক আহমদ সাহেব, হজরত মৌলানা শের আলী সাহেব বি-এ—যিনি এ যাবৎ কোরান শরীফের ইংরাজী অনুবাদের কার্য্যে লণ্ডন ছিলেন ও লণ্ডনের মিশনারী মৌলানা আবদুর রহীম দর্‌দ সাহেব এম-এ উক্ত তারিখে নিরাপদে জাহাজ হইতে বোম্বাই অবতরণ করিয়াছেন। স্থানীয় জমাত অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাদের সম্মানার্থ এক ভোজের আয়োজন করেন। উক্ত দিবসই রাত্রিকালে তাঁহারা ফ্রন্টিয়ার মেইলে কাদিয়ান রওয়ানা হইবেন।

তবলীগ টুর

রেকাবী বাজার (ঢাকা)ঃ—আহ্‌মদীর গত সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ১৮ই অক্টোবর ঢাকা জেলা, মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রেকাবী বাজার তবলীগ উপলক্ষে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে সেখানে গয়ের-আহ্‌মদীগণ আহ্‌মদীয়ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন; কিন্তু মোল্লা মৌলবীদের প্ররোচনায় তাহারা পরে কতক দমিয়া যায়। যাহা হউক, আমাদের মোবাল্লেগ সাহেব সেখানে পৌছিলে স্থানীয় ভ্রাতা ডাক্তার মোহাম্মদ নূর হুসেন সাহেব বিশিষ্ট লোকদিগকে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে দাওয়াত দেন—কিন্তু মোল্লাহ্ মৌলবীদের ভয়ে সকলে আসেন নাই। যাহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে দেউবন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন মৌলবী উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে থাকেন, এবং ফলে গয়ের-আহ্‌মদী মৌলবীদের 'এতরাজ' সমূহ অধিক সংখ্যক ভিত্তিহীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরে জানা গেল যে, তিনি নিজ গ্রামে যাইয়া প্রচার করেন যে, অন্য লোক আহ্‌মদী মোবাল্লেগের সহিত যেন কথোপকথন না করে, কারণ তাহার মতে—আহ্‌মদী মোবাল্লেগদের সহিত আলাপ করিলে নাকাল হইতে হয়।

ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ)ঃ—(ক) মৌলবী মোজফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ২৩শে অক্টোবর রওয়ানা হইয়া ২৫শে অক্টোবর ভরতপুর পৌছেন। সেখানে কোন কোন গয়ের-আহমদী শিক্ষিত লোকদের সহিত আহ্‌মদীয়ত বিষয়ে তাঁহার আলোচনা হয় এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে তাহারা এ বিষয়ে

আরো অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়, বাকী আল্লাহ্‌তা'লার মরজি।

(খ) স্থানীয় আহ্‌মদীদের দুইটি মিটিং হয় এবং বিরামপুর ও আঙ্গার পুরের আহমদী ভ্রাতাগণও তাহাতে যোগদান করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রচার-কার্য্য কিরূপে করিতে পারিবেন সে বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। ভরতপুর, বিরামপুর ও আঙ্গার-পুরের আহ্‌মদীদের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি বোর্ডের প্রস্তাব করা হয় এবং আমাদের সেক্রেটারী সাহেবের উপদেশ মতে কেবল তাহারাই উক্ত বোর্ডের মেম্বর হন যাহারা স্বেচ্ছায় ইহার সর্ত্ত পালন করিয়া ইহার কার্য্য পরিচালন করিতে প্রস্তুত হন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

বরহমপুর, (মুর্শিদাবাদ)—তদন্তর তিনি ভরতপুর নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌলবী হাফিজ তৈয়বউল্লাহ্‌ সাহেব সহ বরহমপুর গমন করেন। স্থানীয় কতিপয় লোক ব্যতীত কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত আহ্‌মদীয়ত বিষয়ে আলাপ হয় যাহাতে তিনি অতি সন্তুষ্ট হন এবং আমাদের সেক্রেটারী সাহেবকে ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। ৩০শে তারিখ বিকালে তিনি বরহমপুর খাগড়া বাজার ভ্রাতা নাজির আহ্‌মদ সাহেবের দোকানে কোরাণ শরীফের দরস দেন।

সারগাছিয়া, (মুর্শিদাবাদ)—১লা নবেম্বর সকাল বেলা মৌলবী হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ সাহেব সারগাছিয়া গমন করেন এবং অতি উৎসাহের সহিত তবলীগ কার্য্য করিতে থাকেন। বিকালে আমাদের মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব সেখানে পৌছিলে সেই স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মচারী ও মেম্বারগণের মধ্যে আহ্‌মদীয়াতের সুশিক্ষা প্রচার করেন এবং রাত্রিকালে সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জোনাব হাফিজ সাহেব আমরা জানিতে পারিলাম, এই বৃদ্ধ বয়সেও তবলীগের জন্য আমাদের অনেক যুবক হইতেও অধিকতর আন্তরিকতা ও উৎসাহ রাখেন এবং স্বয়ং তবলীগ মধ্যে নিয়োজিত থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সবিশেষ পুরস্কার দান করুন,—আমীন্‌!

দেবীপুর, (নদীয়া)—তিনি ৩১শে অক্টোবর বৈকালে দেবীপুর পৌছেন এবং রাত্রে স্থানীয় গয়র-আহ্‌মদী মোসলমান-দের এক মিটিংএ বর্ত্তমান জগতে একজন শিক্ষকের আবশ্যকতা ও ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আগমনের নিদর্শন ও তাঁহার সত্যতার বিষয় বক্তৃতা করেন। বহুলোক সমবেত হইয়া অতি উৎসাহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

হাঁসডাঙ্গা, (নদীয়া)—পরদিন সকালবেলা তিনি হাঁসডাঙ্গা গমন করেন। যেখানে এক জন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আহ্‌মদী-য়াত কবুল করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করুন এবং আহ্‌মদীয়তের প্রচারকার্য্যে সামর্থ্য দান করুন—আমীন।

কৃষ্ণনগর' (নদীয়া)ঃ—কৃষ্ণনগর অবস্থানকালে মৌলবী মোজাফরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব স্থানীয় কোন কোন উচ্চ শিক্ষিত মোসলমানদিগের নিকট আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহাদের আপত্তির বিহিত উত্তর দান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমীন!

হাওড়াঃ—তথা হইতে মৌলবী মোজাফরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব ২রা নবেম্বর দিবাগত রাত্রে হাওড়ায় আসেন এবং ৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াত প্রচার করেন। রাত্রিতে রওয়ানা হইয়া তিনি ৭ই নবেম্বর বিকাল বেলায় ঢাকা দারুৎ-তবলীগে মঙ্গলমতে ফিরিয়া আসেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার তবলীগী প্রচেষ্টা ফলযুক্ত করুন—আমীন!

উত্তর-বঙ্গঃ—সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লোর রাহ্‌মান সাহেব বিগত অক্টোবর মাসে উত্তর-বঙ্গে পর্য্যটন করিয়া রাজসাহী, বগুড়া, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত আঞ্জোমনসমূহ পরিদর্শন করেন। এই টুর প্রসঙ্গে তিনি বগুড়া এড্‌ওয়ার্ড থিয়েটার হলে "বিগত ইউরোপীয় মহা-সঙ্কট হইতে ভারত কি শিক্ষা লাভ করিতে পারে" এবং "ধর্ম্মই জাতীয় পুনরুত্থানের প্রধান ভিত্তি" এই দুই বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর জিলায় শামপুর ও শাহবাজপুরে দুইটি বক্তৃতা এবং জলপাইগুড়ির বেলাকুবায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই বক্তৃতা সমূহের সুফল উৎপন্ন করুন—আমীন।

তবলীগ-দিবস

ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ)—ভরতপুর আঞ্জোমন আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাফেজ তৈয়বুল্লাহ সাহেব বিগত তবলীগ দিবসে অতি উৎসাহ সহকারে তবলী কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

উক্ত দিবস তিনি ও মৌলবী হাফিজুল্লাহ সাহেব উভয়ে কতিপয় বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ও ট্রাক্ট ইত্যাদি লইয়া উক্ত

অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ডেট-সেটলমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, থানার অফিসার ইন্‌চার্জ, সৈয়দ শামসুজ্জোহা এম-এস্‌সি, সৈয়দ আজহার হুসেন এম-এ, সৈয়দ ওবেদ আলী, রিটায়ার্ড পুলিস ইন্‌স্পেক্টর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করেন। আল্লাহ্‌তালা তাঁহার কার্য্যকে 'মোবারক' করুন এবং তাঁহাকে উত্তম 'জাজা' দিন—আমীন।

বাজিতপুর তবলীগ

বিগত ১৪।১০।৩৮ তারিখে বাজিতপুর মধ্য-ইংরেজী স্কুল প্রাঙ্গণে "ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্য ছাত্র ও যুব সম্মেলনের" অধিবেশন হয়। হাওড়া জজকোর্টের উকিল ও বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সম্পাদক মিঃ অসিরঞ্জন মণ্ডল বি, এল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় অনুমান সাত আট শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

উক্ত সভায় আমাদের ভ্রাতা বাজিতপুরের সবরেজীষ্ট্রার মৌলভী আবুল হুসেন সাহেব হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান জগতের জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব কলহ, হিংসা দ্বেষ ও তাহার কারণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ভেদাভেদ ভাঙ্গিয়া 'যত কিছু অশিব, অমঙ্গল' দূর করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য বেদের আদিস্থান পঞ্চনদের তটভূমি কাদিয়ানে সকল ধর্ম্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগের যুগগুরু, সর্ব্বসমন্বয়ের প্রতীক—হিন্দুর কল্কি, মুসলমানের মাহদী ও খৃষ্টানের মসিহ্‌—হজরত আহমদ (আঃ) অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারই সুযোগ্য প্রতিনিধি আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ হজরত মীরজা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (আইঃ) অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতের হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তিনি সেই আহ্বান বাণী "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ' এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। সমস্তই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। তিনি সভাপতি মহাশয়কে "A Message from Heaven," "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ" ও অন্যান্য কতিপয় পুস্তিকা উপহার দেন। সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করেন। সভায় হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি বিলি করা হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে আহমদীয়ত সম্বন্ধে এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের দুইজন খাস্ ইউরোপীয়ান পুলিশ সাহেবকে সবরেজিষ্ট্রার সাহেব এক একখানা "A present to His Royal Highness the Prince of wales" উপহার দেন। পুলিশ সাহেবদ্বয়ও ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করেন। এক মনের সহিত আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে বহু আলাপ আলোচনা হয়।

বন্ধুগণ! দোয়া করিবেন আল্লাহ্‌তা'লা যেন পথভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া এ অশান্তিময় পৃথিবীকে এক শান্তিরাজ্যে পরিণত করেন। —আমীন!

খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তথায় ৮টি সাপ্তাহিক তালীমী সভা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘাটুরাতে একটি তালীমী জলসা এবং আহ্‌মদীপাড়াতে এক তালীমী ও তবলীগী জলসা করা হইয়াছে।

দুইজন বিধবার তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, ১৪ জন গয়ের-আহ্‌মদী, ও ৩ জন হিন্দু ভ্রাতাকে তবলীগ করা হইয়াছে, ফলে একজন গয়ের-আহ্‌মদী মোসলমান ভ্রাতা বয়েত করিয়া সিলসিলা-ভুক্ত হইয়াছেন।

পাঁচজন রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে; একজন গরীব ব্যক্তিকে কাপড় দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে; ৪ জন বালককে কোরান পড়ান হইয়াছে এবং কতিপয় স্ত্রীলোককে কিস্তিয়ে নুহের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছে।

ভরতপুরে সংগঠন কার্য্য

ভরতপুর, বিরামপুর ও আঙ্গাপুর আঞ্জোমন ত্রয়ের কার্য্যাবলী সুশৃঙ্খলা করিবার জন্য ২৮।১০।৩৮ তারিখে উক্ত আঞ্জোমন-ত্রয়ের এক সভা করিয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

প্রস্তাব

১। অদ্য আমরা ভরতপুর, বিরামপুর ও আঙ্গারপুরের সমস্ত আহমদী ভাইগণ ত্রকত্রিত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের সমুপস্থিতিতে এই এলাকার আহমদীদের স্বীয় জীবন ও তাহাদের আমলের এস্‌লাহ্‌র বিষয় লক্ষ্য রাখিতে, যেন প্রত্যেকেই

আহমদীয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী স্বীয় জীবন যাপন করিতে পারে, একটী বোর্ড প্রস্তাব করিয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থাপন করিলাম।

(২) (ক) এই বোর্ডের সর্ব্ব-প্রধান কাজ এই হইবে যে, ইহার মেম্বারগণ বয়েতের ১০টি সর্ত্ত-অনুযায়ী নিজ জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবেন এবং অন্যান্য আহমদী ভাই-ভগ্নিগণ যেন ঐ সমস্ত সর্ত্ত-অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। যদি কেহ তদ্রূপ না করে, তাহাকে বুঝাইয়া শুধরাইবার চেষ্টা করিবেন।

(খ) দ্বিতীয় কাজ এই হইবে যে "তাহরীক জদীদের" মোতালেবা অনুযায়ী প্রত্যেক আহমদী নিজ জীবনযাপন করে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

(গ) তৃতীয় কাজ এই হইবে যে তাহারা স্থানীয় আঞ্জোমন-ত্রয়ের মেম্বরদের চাঁদা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

(৩) এই বোডের মেম্বর কেবল তিনিই হইতে পারিবেন যিনি স্বেচ্ছায় উল্লিখিত কার্য্য সম্পাদনে সকল অবস্থায় যত্নবান থাকিবেন।

(৪) তৃতীয় সর্ত্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত আহাম্মদীগণ উক্ত বোর্ডের মেম্বার সাব্যস্ত হইলেন :—

(ক) মৌলবী হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়েবউল্লা সাহেব, ভরতপুর
(খ) মোলবী হাফেজ মোহাম্মদ কাসেদ সাহেব ,,
(গ) মোলবী হাফিজুল্লা সাহেব ,,
(ঘ) মোহাম্মদ ওবেদ বিরামপুর
(ঙ) মোহাম্মদ নকসেদ বিরামপুর
(চ) গোলাম আহমদ ,,
(ছ) মোহাম্মদ সাকেব আলী ,,
(জ) মোহাম্মদ ইয়াহুস ,,
(ঝ) পিয়ার সেখ আঙ্গারপুর
(ঞ) মোহাম্মদ সৈঈদ ,,
(ট) নজির আহামদ থাগড়া

(৫) উক্ত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী হাফেজ তৈয়বউল্লা সাহেব সেক্রেটারী মৌলবী হাফিজুল্লা সাহেব এবং জয়েণ্ট সেক্রেটারী গোলাম আহম্মদ সাহেব উল্লিখিত মেম্বারগণ দ্বারা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মনোনীত হইলেন।

(৬) এই বোর্ডের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া আমীর সাহেবের খেদমতে প্রত্যেক ইংরাজী মাসের শেষভাগে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য ইহার সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতে জয়েণ্ট সেক্রেটারী সাহেব দায়ী থাকিবেন।

(৭) উল্লিখিত কার্য্যাবলির বিষয় প্রাদেশিকি আঞ্জোমান আহমদীয়ার আমির সাহেব এবং আহমদীর সম্পাদক সাহেবের খেদমতে প্রেরণ করা হউক।

তাং ২৮।১০।৩৮ } Sd. M. D. Choudhury
অদ্যকার মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট

রোজা ও ফেৎরা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, ফেৎরা রোজার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। ফেৎরা প্রদান না করিলে রোজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রোজাদার ও বে-বেরোজাদার স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষ হইতেই 'ফেৎরা' দেয়; এমন কি সদ্য-জাত শিশুর পক্ষ হইতেও ফেৎরা প্রদান করিতে হয়। প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি স্বয়ং নিজ নিজ 'ফেৎরা' দিবেন। উপার্জ্জন-অক্ষম ব্যক্তির 'ফেৎরা' তাহার পরিবারের কর্ত্তা কর্ত্তৃক দেয়। এই ফেৎরার হার জন-প্রতি এক ৫৷৹ ("সা") বা অর্দ্ধ ৫৷৹ গম বা আটা নির্দ্ধারিত আছে। এক "সা" এর পরিমাণ আমাদের দুই সের চৌদ্দ ছটাক চারি তোলার সমান, অর্থাৎ প্রায় তিন সের। এই তিন সের আটার মূল্য ঢাকার বর্ত্তমান বাজার দর-মতে (অর্থাৎ মণ-প্রতি ৪৲ টাকা দরে) মং ।/৩ সোয়া পাঁচ আনা হয়। অতএব আটার মূল্য যদি সর্ব্বত্রই এই হয় তবে এই মূল্য অনুযায়ী প্রত্যেক জনের পক্ষ হইতে সোয়া পাঁচ আনা, বা একান্তই অক্ষম হইলে তদর্দ্ধ—অর্থাৎ ৵৭॥ (দুই আনা আড়াই পয়সা) করিয়া দিবেন; নতুবা স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী উপরোক্ত হার মতে দিবেন। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ভগ্নি ও জমাত এই ফেৎরা উপরোক্ত হার মতে আদায় করিয়া সত্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে প্রেরণ করিতে যত্নবান হউন। স্মরণ রাখিবেন 'ফেৎরা' যত সত্বর আদায় করা যায় ততই 'সোয়াব' অধিক।

জেনারেল সেক্রেটারী—
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ,

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ..... এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).